JAN. 3 1 20

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ১ ......

হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীর মাত্র ৩০ ভাগ ৩টি বিষয়ের বই পেয়েছে

রফিকুল ইসলাম রতন

দেশের মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ১ কোটি ছাত্রছাত্রীর ৩০ ভাগ এ পর্যন্ত মাত্র ৩টি বিষয়ের পাঠ্যবই হাতে পেয়েছে। বছরের প্রথম মাস জানুয়ারি শেষ হলেও বাকিরা কবে বই পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত অন্য ৪৬টি বিষয়ের পাঠ্যবইয়ের কি খবর তাও কেউ জানে না। এ ব্যাপারে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও পুস্তকা সাংবাদিকদের সঙ্গে কোন কথা বলে না।

বই ছাপা, বাঁধাই ও বাজারজাত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকোর পুস্তকা গত ২১ জানুয়ারি থেকে বোর্ডের অনুমতি ছাড়াই নতুন বই বাজারে ছাড়তে শুরু করেছে। কবে নাগাদ সবগুলো বিষয়ের (৬০টি) ২ কোটি ৫১ লাখ ৫ হাজার পাঠ্যবই বাজারে ছাড়া হবে বোর্ড বা পুস্তকা সে বিষয়ে কোন তথ্য দেয়নি। রাজধানী ঢাকার ৪৬টিসহ দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরের মাত্র ১৪৯টি দোকানে নামমাত্র সংখ্যায় বই দেয়া হয়েছে। ফলে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে কাড়াকাড়ি। দেশের বাকি ৫৮ জেলা, ৪৬০ উপজেলা ও সাড়ে ৪ হাজার ইউনিয়নের বই বিক্রেতাদের কাছে পাঠ্যবই না পৌঁছায় উদ্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কিছু কিছু বই বিক্রেতা ঢাকায় ঘুরে অগ্রিম ও অতিরিক্ত দামে নোটবইসহ সামান্য পরিমাণে পাঠ্যবই জোগাড় করে তা দ্বিগুণ দামে বিক্রি করছে। এসব বই অত্যন্ত নিম্নমানের কাগজে ছাপা ও বাঁধাই হওয়ায় দোকান থেকেই বহু বই ছিঁড়ে ও খুলে গেছে। তাড়াহুড়ো করে বাঁধাই করায় একশ্রেণীর এক বিষয়ের বইয়ের অংশ অন্য শ্রেণীর অন্য বিষয়ের বইয়ের ভেতর ঢুকে গেছে।

এদিকে সারাদেশে পাঠ্যবইয়ের বর্তমান অবস্থার কথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গতকাল প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বর্তমান অবস্থার কথা লিখিতভাবে গত রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে। বোর্ড তার রিপোর্টে বলেছে, পুস্তকা দরপত্রের শর্ত বারবার ভঙ্গ করেছে। গত ৩০ নভেম্বর নতুন বই সরবরাহের কথা থাকলেও বোর্ডের কোন অনুমতি ছাড়াই গত ২১ জানুয়ারি বাজারে বই বিক্রি শুরু করে তারা বিধি লঙ্ঘন করেছে। এ রিপোর্টে নতুন বইয়ে ব্যবহৃত কাগজ, ছাপা ও বাঁধাইয়ের মান নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তবে এ মুহূর্তে পুস্তকার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি বিপর্যস্ত হতে পারে বলে বোর্ডের পক্ষ থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। অপরদিকে মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত ৩ সমিতি কাজ ওপেন করে দেয়ার দাবি জানিয়ে বলে, ১৫ দিনের মধ্যে বোর্ডের সব বই ছেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা সম্ভব।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ১১টি বিষয়ে ৫৮ লাখ ৫৮ হাজার, ৭ম শ্রেণীর ১১ বিষয়ে ৫৫ লাখ ৪৪ হাজার, ৮ম

হাইস্কুলের : পৃষ্ঠা : ৬ কলাম : ৪

হাই স্কুলের : ছাত্রছাত্রী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শ্রেণীর ১১ বিষয়ে ৫০ লাখ ৭৯ হাজার এবং ৯ম শ্রেণীর ২৭টি বিষয়ের ৮৬ লাখ ২৪ হাজার পাঠ্যবইসহ মোট ২ কোটি ৫১ লাখ নতুন বই ছাপার পুরো দায়িত্বই ছিল পুস্তকার ওপর। ১১ অক্টোবর কাজ পাওয়ার পর বই জমা দেয়ার নির্ধারিত সময় ছিল ৩০ নভেম্বর। বোর্ড তা বর্ধিত করে ২১ ডিসেম্বর করে। কিন্তু এ সময়ে পুস্তকা বই ছাপতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এরও একমাস পর গত ২১ তারিখ তারা মাত্র ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি ও অংক এবং ৯ম শ্রেণীর বাংলা গদ্য, বাংলা পদ্য, ইংরেজি, বীজগণিত ও জ্যামিতি বই বাজারে ছাড়ে। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর প্রতি বিষয়ে ৮ লাখ ২৫ হাজার কপি, ৭ম শ্রেণীর ৭ লাখ ৭০ হাজার, ৮ম শ্রেণীর ৭৬ লাখ ১৫ হাজার ও ৯ম শ্রেণীর ৭ লাখ ১৫ হাজার কপিসহ মোট ১ কোটি ৩ লাখ ৬ হাজার নতুন বই তারা নির্ধারিত দোকানে বিতরণ করে বলে দাবি করে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, গত ১০ দিনেও সারাদেশের ওই ১৪৯টি দোকানে ৫০ লাখ বই পৌঁছেনি। অথচ পুস্তকা দাবি করছে দেশে বইয়ের কোন সংকট নেই। তাদের এই মিথ্যা দাবির সঙ্গে বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন কোন কর্মকর্তাও সুর মেলাতে চান। অথচ এরা কেউ বলছেন না ছাত্রছাত্রীরা বাকি বিষয়ের বই কবে পাবে। শুধু ৩টি বিষয়েই কি এবার স্কুলগুলোতে পড়াশুনা হবে? এই ৩ বিষয়ের বই ৭০ ভাগ ছাত্রছাত্রী এখনও পায়নি। বাকি ৪৬টি বিষয়ের ১ কোটি ৪৯ লাখ বই পেতে কী তাদের মার্চ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? কেউ কেউ বলছেন, মার্চ কেন ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করলেও পুস্তকা দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী দেশের মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ১ কোটি ছাত্রছাত্রীর হাতে আড়াই কোটি নতুন পাঠ্যবই তুলে দিতে পারবে না।